International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-IV, January 2017, Page No. 14-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নারীর অধিকার সন্ধানে রোকেয়া বেগমের উপন্যাস

বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)
Principal Investigator for UGC Project,
Asst. Prof., Dept. of Bengali, Dasaratha Deb Memorial College, Khowai, Tripura, India

Abstract

Consciousness is a basis for projection of self-portraying of pragmatism of the character of a novelist. If it could be a Muslim feminist novelist, obvious attraction and criticism would be projected towards that manuscript. Such a kind of novel was written by Rakia Sakawat Hussains's created 'Padmaragh' published in 1924 from Calcutta. This novel describes phase wise struggle for establishment of rights of women, opposition faced from patriarchal approach and social conflict in the society. This paper focuses on the analysis of 'Padmragh' which projected a struggle of feminist identity in so called patriarchal society.

Keyword: Feminism, Conflict, Society, Consciousness

চেতনার দীপ্তি চরিত্র এবং মননের চূড়ান্ত প্রকাশ উপন্যাস, যেখানে জীবনের সত্য দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। যখন এই উপন্যাস মুসলমান নারীর আত্মচেতনার দর্পন হয়ে ওঠে, তখনতা যথার্থ আকর্ষনীয় ও বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। এরকমই একটি উপন্যাস রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এর রচিত 'পদ্মরাগ' (১৯২৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত)। এই উপন্যাসের স্তরে স্তরে নারীর অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা, মানসদ্বন্দ্ব, সমাজসংঘাত, অব্যক্ত প্রতিবাদ- প্রতিকার প্রবল হয়ে উঠেছে।

নারীর অধিকার স্থাপনের লড়াই সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নয়; পর্দানসীন নারীর ক্ষেত্রে অধিকার ও প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার মানসিকতা নিঃসন্দেহেই মৌলিক আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে তসলিমা নাসরিন কিংবা ইউসুফ মালালা জাইদি স্বনামধন্যা পরিচিত ব্যক্তিত্ব; অথচ আজ থেকে ১৩৬ বছর পূর্বে পূর্ববাংলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেও, পুরুষ শাসিত মুসলিম সমাজের বুকে প্রতিবাদ করে গেছেন রোকেয়া বেগম। শিক্ষা-সংস্কার এবং রীতি-নীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত বন্ধন শৃঙ্খলা লেখিকার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে—

"মুসলমানের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় উদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলিগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়া পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন- আর পার হইবার সময় স্ত্রী এবং কন্যাকে হ্যাণ্ডব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন"। [অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কুড়ি একুশ শতকের নারী উপন্যাসিক, 'রোকেয়া বেগম', আশাদী পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০১৪, ISBN-978-93-81245-3]

অথচ তিনি শৈশবেই উর্দু, পারসী পড়ার পাশাপাশি জেনেছিলেন

১। "And for women

Are rights over men,
Similar to those of men
Over women" [Quran 2:228]

২। "Equal Reward and Equal Accountability". [islamicpampolets.com]
৩। "Equal right to knowledge". [do]
৪। "Never will I allow the loss of the work of
Any worker amongst you, male or female:
You are of one another". [Quran 3:195]

বাস্তবক্ষেত্রে, আলোচ্য মুসলিম লেখিকাকে লড়াই করতে হয়েছে প্রায় প্রতিনিয়তই। দিদি করিমুন্নেসা খানম এর কাছে ইংরাজী এবং দাদা মোহম্মদ ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের উৎসাহে বাংলা পাঠের অধিকার তাহাকে ছোটবেলা থেকেই আত্মধিকার সচেতন মনস্ক নারী করে তুলেছিল। সাহিত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাই তিনি চেতনায়-মননে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে, নারীর প্রাথমিক অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা করে গেছেন।

সমাজজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে, অনুভূতি ও অর্থনীতিকে সংযুক্ত করে নারীর অধিকার লড়াই এর দর্পন হয়ে উঠেছে রোকেয়া বেগমের 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি। তাই প্রতিবাদই অব্যক্ত যন্ত্রণারূপে উঠে এসেছে নারী চরিত্রের জবানীতে। নারী মনস্তত্ত্বের অন্তরালে। হতাশা-ক্ষোভের অনুভূতিতে, কখনও বা Satire এর তীক্ষ্ণবাণে। সংসার ও সমাজ সচেতন নারী সর্বদাই উপন্যাসটিতে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে স্বজাত্যবোধ, আত্মমর্যাদা। তাই সম্পূর্ণ উপন্যাস পাঠের পরবর্তীলগ্নে পাঠিকার দৃষ্টিকোণে প্রশ্ন জাগে—

১। প্রপেট মহম্মদ, কোরান ও আল্লাকে বিশ্বাস করে কীভাবে এতটা প্রতিবাদী সচেতনশীল মনন প্রতিফলিত করেছিলেন 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটির অন্তরালে?
২। কীভাবেই বা শিক্ষা, সংস্কার চেতনায় নারীর অধিকার সন্ধান করে গেছেন উপন্যাসিক?
৩। কীভাবে Satire -এর তীরে বিদ্ধ করে গেছেন সেইসব নারীকেই, যারা স্বেচ্ছায় আত্মাধিকার বিমুখ?
৪। সত্যিই কি নারী, সমাজ জাগরণের স্বপ্ন দেখে?

তাই এই ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণামূলক কর্মের কেন্দ্রবিন্দু রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেনের 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি।

২৮টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসকে সচেতনশীল মুসলিম নারীর মননের আত্মবীক্ষার প্রক্ষেপণ (Self-Projection) বলা যায়। তাই কেন্দ্রিয় মুসলিম নারী চরিত্র জয়নব (যে ওরফে পদ্মরাগ কিংবা সিদ্দিকা) আদ্যান্ত আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্না। এক্ষেত্রে, কাহিনি অনুসরণে দেখা যায় উপার্জনশীল ব্যারিস্টার লতিফ আল্‌মাস্‌ এর আকদবদ্ধা (অর্থাৎ বর-কনের সাক্ষাৎহীন বিবাহ, সাক্ষাৎ ক্রিয়া ঘটে পরবর্তী সময়ে সম্প্রদানের প্রাক্‌কালে) ছিলেন জয়নব কিন্তু আনুষ্ঠানিক সম্প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি বলে পরস্পর অপরিচিত ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে, মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ প্রথাকে মেনে পুনরায় লতিফ অন্যত্র বিবাহ করলেও, সেই বিবাহ সুখের হয়না। লতিফের সাথে জয়নাবের পরিচয় ঘটে কাশিয়াং-এ।

দুর্বৃত্তের আক্রমণে আহত লতিফকে জয়নব, সিদ্দিকা নামে সেবা করে সুস্থ করে তোলে। এখানেই পরস্পরের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, যে রহস্যময় আকর্ষণে পুনরায় মুঙ্গেরে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু সিদ্দিকাই যে লতিফের আকদবদ্ধা জয়নব, সে রহস্যের উন্মোচন ঘটে বিংশ পরিচ্ছেদে। কলকাতা, রাঁচিতে ঘটনার চূড়ান্ত Climax লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের অন্তে এক মুসলিম নারীর আত্মবীক্ষা প্রধান হয়ে উঠে। নারীত্বের মর্যাদা ও মূল্যবোধ যেন এই বীক্ষণের দর্পণ হয়ে উঠে। তাই সিদ্দিকা অপরাপর উপন্যাসের নায়িকাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লতিফ যখন প্রশ্ন করে-

"স্পষ্ট বল। তুমি আমার গৃহিনী হইবে কিনা?" ['পদ্মরাগ' উপন্যাস] তখন নায়িকা উত্তর দেয়- "না তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি"। ['পদ্মরাগ' উপন্যাস] দ্বিতীয়বার বিবাহিত লতিফকে ভালবাসলেও তার অধিকারে থাকতে নারাজ হয় সিদ্দিকা, আত্মমর্যাদায় বাঁধে। এখানেই যেন উপন্যাসিক রোকেয়া বেগমের আত্মপ্রতিবাদী চেতনা ধরা পড়ে। ভালোবাসা ও নারীত্বের অধিকার সম্পর্কিত দ্বন্দ্বে জয়ী হয় অধিকারবোধ। সিদ্দিকা নিমিষে নারীত্বের অবমাননায় প্রতিবাদিনী সত্তা হয়ে ওঠেন।

উপন্যাসটিতে শুধুমাত্র নায়িকা সিদ্দিকার প্রতিবাদই নয়, অন্যান্য একাধিক নারীর অধিকার স্থাপনের লড়াই-ও চিত্রিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে যতই বলা হোক না কেন—

"The man is responsible for the
Financial well-being of the family
While the women contributes
To the family's physical, educational
And emotional well-being". [source: islamicpamphlets.com]

"They are clothing for you and you
Are clothing for them". [Quran : 2:187]

কিন্তু উপন্যাস প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন রেখে যায় যে, সত্যিই কি শারীরিক কর্ম, শিক্ষাদান রীতি, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, অনুভূতির অনুরণন একমাত্র নারীজাতির? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মূল্য কী শুধুমাত্র এগুলি দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ? যদি বা তাই, তবে যে সকল নারী জন্মাবধি এ বস্তুগুলি সংসারকে দান করে, স্বেচ্ছায় আত্মমর্যাদা বলি দিয়েছে সমাজে, শেষ জীবনে সংসারে তাদের ঠাঁই হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে স্বয়ং রোকেয়া বেগম। তাইতো সৌদামিনী, ঊষা, হেলেন, সাকিনা, রাফিয়া কোরেশা- জাতি- ধর্ম, সম্প্রদায় ভেদে প্রত্যেকেই আশ্রয় পেয়েছে 'তারিণী ভবন' নামক আশ্রমে। মর্মান্তিক প্রত্যেকের জীবনযুদ্ধ। প্রত্যেকটি উপকাহিনিতেই তাই দেখানো হয়েছে, নারীরা কখনও তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পরিবার সংসার সমাজে, কখনও বা অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিজেদের মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। উপন্যাসটিতে তাই দেখা যায়।

১।। উন্মাদ ব্যাক্তির সাথে নারীকে বিবাহ দিয়ে, চিরজীবনের জন্য জতুগৃহে ঠেলে দিচ্ছে আপনজনেরাই, নারীর প্রতিবাদ ঝরে পড়ছে যখন, সেখানে থেকে সে পরিত্যক্তা হচ্ছে।

"সমাজের এইসব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই?
বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে

হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হবে"

[মূল উপন্যাস দ্রষ্টব্য]

২।। নেশায় উন্মত্ত ব্যক্তির সাথে অনিচ্ছায় থাকতে হয়েছে নারীকে। সেখানে সপত্নীর ভয়ঙ্কর নীতিহীন যন্ত্রণাও তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এই অবস্থা থেকে পিতৃগৃহে ফেরার পথও বন্ধ, কারণ-

"অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী
সমভিব্যবহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ
করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার
সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন"। [ঐ]

৩।। স্বামী নামক পুরুষ যদি অন্য নারীর সঙ্গী হয়ে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে, তবে প্রথমা স্ত্রীকেও পরিবার - সংসার-গৃহছাড়া হতে হয়—

"স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া
স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে" [ঐ]
উপন্যাস, নারীর মনে যখন প্রশ্ন জেগেছে—
"ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" [ঐ]

তখনই সৌদামিনী দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—

"আছে! সে প্রতিকার এই তারিণী-ভবনের 'নারী
ক্লেশ- নিবারণী সমিতি'। এস, যত পরিত্যক্তা,
কাঙ্গালিনী, উপেক্ষিতা, অসহায়, লাঞ্ছিতা
সকলে এস, তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের
যুদ্ধ ঘোষণা"। [ঐ]

তবে, সত্যিই কি সেদিনকার সে যুদ্ধ আজ সমাপ্ত হয়েছে এখানেই প্রশ্ন থেকে যায় পাঠকের, তাহলে আজও এত নারী নিগ্রহ কেন? রোকেয়া বেগমের সেদিনকার প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়নি কেন সমাজ? আর আজও কি সমাজ মানে—

"While men and women have equal
Rights as a general principle, the
specific rights and responsibilities
granted to them are not identifical.
Men and women have complementary
Rights and responsibilities" [Source islamicpamhlets.com]

এভাবেই 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটিতে, একাধিক নারীচরিত্রের অধিকার স্থাপনের জন্য লড়াইকে চিহ্নিত করে গেছেন ঔপন্যাসিক।

নারীর শিক্ষা অধিকারের বিষয়গুলিও প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ Satire অবলম্বন করে সমাজে শিক্ষাসংক্রান্ত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, চিত্রিত হয়েছে। সমান্তরালে, শিশুশিক্ষা সম্পর্কে সমাজে একশ্রেণির মানুষের যে তথাকথিত সনাতন সংস্কার বর্তিত, সে সম্পর্কেই এসেছে Satire সমাজের একাংশে, বেশ কিছু শিক্ষিত মনস্তত্ত্বে প্রবাহমান চিন্তাধারা যে কতটা নিচু হতে পারে, সেখানে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সব পুঁথিগত চর্চা হয়ে দাঁড়ায়— তারই প্রমাণ দিয়েছেন রোকেয়া বেগম। উপন্যাসটিতে তারিণী ভবন বিদ্যালয় বিভাগটিতে শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেনের বিধবা পত্নী (ওরফে মিসেস সেন), যেখানে আদর্শ শিক্ষা প্রণালী তার মতে—

"নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে
অধিক মনযোগ দান করা"। [পদ্মরাগ উপন্যাস দ্রষ্টব্য]

এই দীন তারিণী মহাশয়া উন্নতমনস্কা, চিন্তা চেতনার নারী সচেতন, আত্মনির্ভরশীলা। এই বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষাদর্শ তিনি সৃষ্টি করতে চান, যেখানে প্রত্যেকটি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন হবে স্বাবলম্বী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কাঠের পুতুলের মতো পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী পুত্রের গলগ্রহ যেন তাদের না সহ্য করতে হয়— এই ভাবনায় বিশ্বাসী

তিনি অথচ তার কাছেই যখন অভিভাবকদের নীতিবিরুদ্ধ অভিযোগপত্র জমা পড়ে, তখন Satire কে অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক কৌশলে দেখিয়ে দেন তৎযুগে Women's Rights in Islam অনুসারে respected, honoured, cherished মূল্যহীন সমাজের বুকে। কারণ, অভিযোগ পত্রে বল হয়—

১।। "আমার মেয়ে আব্বামী তিনমাস হইতে স্কুলে পড়িতেছে। এখনও হিজ্জে করিতে পারে না"। [ঐ]

২।। "আমার মেয়ে নিরুপমার নাম কাটিয়া দিবেন। সে প্রাইজের দিন গোল করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের বিভা নাম্নী গুরুমা তাহার প্রতি চক্ষু রাঙাইয়াছিল। হাতের কাছে পাইলে আমি বিভার চক্ষু উৎপাটন করিতাম"। [ঐ]

৩।। "আমার মেয়ে ঊর্মিলা এবার প্রাইজ পাইল না কেন? আপনাদের তো বাঁধিগৎ উত্তর আসিবে, 'পাশে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হয় নাই'। কিন্তু 'প্রথম' না হওয়া কাহার দোষ? আপনারা বৎসর ভরিয়া টাকা লইতে জানেন, আর কিছু কর্তব্য আছে কিনা তা জানেন না। আপনি মেয়ে মানুষ, তাই কিছু বলিলাম না"। [ঐ]

উক্তিগুলি একদিগে Satire পূর্ণ, অপরদিগে সমাজে স্বাবলম্বী নারীর মূল্য কতটা— সেকথাও দেখিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বাস্তব জীবন ও সমাজদ্রষ্টা ছিলেন রোকেয়া বেগম, তাই উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদেই তীক্ষ্ণ বাণবিদ্ধ করেছেন আত্মসমাজকে, ব্যাক্তিচেতনাকে। উপন্যাসটি তাই হয়ে উঠেছে, বেগম রোকেয়ার প্রতিবাদী ভাবনায় নারীত্বের অধিকার যাচাই এর মানদণ্ড। মুসলিম সমাজ নারীর অধিকার যে অনেকক্ষেত্রেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে, নির্ভর করে সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতির উপর—সেকথাই যেন বলতে চেয়েছেন লেখিকা।

উপন্যাসটির অন্তরালে নারী শুধুমাত্র অবলা, অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরা, প্রতিবাদহীনা হয়েই থাকেনি। যদি ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র এভাবেই নারী চরিত্র- মনস্তত্ত্ব অঙ্কন করতেন, তবে তা পক্ষপাতিত্বের স্তরে থাকতো, কিন্তু বিচক্ষণা রোকেয়া বেগম অত্যন্ত নিষ্ঠায় মহীয়সী নারী চরিত্রের সমান্তরালে একাধিক কপটচারী, খল, নিষ্ঠুর নারী চরিত্রকেও অঙ্কন করেছেন। এই শ্রেণির চরিত্র একই পরিবারে অন্য নারীর ক্ষতি করেছে হিংসায়, নিষ্ঠুরতায় ও হিংস্রতায়, নারীই নারীর মারাত্মক শত্রু হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে উপন্যাসটিতে

সনাতন পুরুষকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায়, নারীকেন্দ্রিক কোন সংস্থার পরিকাঠামো বিনির্মাণ নিঃসন্দেহেই কষ্টসাধ্য। চিরাচরিত প্রথা থেকে বেড়িয়ে এসে আপন মনস্তাত্ত্বিক আদর্শ স্থাপন এর চেষ্টা করে গেলেন লেখিকা স্বয়ং। তাইতো, সযত্নে আদর্শায়িত চেতনা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন উপন্যাস- অন্তরে 'তারিণীভবন'; যেখানে অনায়াসেই স্বয়ং নির্ভর ও আত্মমর্যাদায় জীবন অতিবাহিত করতে পারেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারীগণ। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সংস্কারের, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নির্যাতিতা নারীগণের মানসিক মেলবন্ধনের মহাযজ্ঞ ঘটেছ এই ভবনটিতে। সমাজের অধীনতা স্বীকার করতে গিয়ে একদা যারা হয়েছে আবাসচ্যুত, তাদেরকেই স্বনির্ভর, সক্ষম, স্বশিক্ষা দিয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্না নারীরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন লেখিকা। তাই প্রত্যেকের জীবন ইতিবৃত্ত হয়ে উঠেছে মৌলিক; কিন্তু মৌলিকতা সত্ত্বেও অব্যক্ত যন্ত্রণা দিয়ে যুক্ত হয়েছে প্রত্যেকের হৃদয়াবেগ। যারা এই সংস্থার হয়ে কর্মে নিযুক্ত আছে। লেখিকা সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে দেখিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবোধ তাদের মধ্যে প্রখর। তাইতো, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান, কালোবন- সাদাবনের সবশ্রেণির পদানত নারীরাই সম্মিলিত হয়েছে এই ভবনে। অতঃপর শিক্ষা ও কর্মকে অবলম্বন করে পুনরায় মর্যাদায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা কর্মের সংহতিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে সমাজব্যাবস্থাকে নব পরিকাঠামো দান করতে চেয়েছে। কোনরকম নিজেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-পরিবারে সঁপে দেওয়া নয়, সমঝোতার মধ্যে দিয়েও নয়, অবমাননায় দলিত হয়েও নয়; এমনকি মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন-এও নয়-সম্পূর্ণ আত্মমর্যাদার দৃষ্টিকোণে কর্মের মধ্যে দিয়েই নতুন সমাজ ব্যবস্থা রূপায়ণ করতে চেয়েছেন সবাই। লেখিকার আত্মপ্রক্ষেপের (Self-Projection) নামান্তর হয়ে উঠেছে অবদমিত স্বপ্ন ও বিভোরিত জীবন আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয়েছে তাই উপন্যাসের স্তরে স্তরে। সাধারণত, এই ধরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অসাধারণ ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা সমাজে প্রতিকূলতারই নামান্তর। তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতিনাটকীয় ঘটনা ও রোমান্সের সমন্বয়ে, সৃষ্টি ও

ভাঙ্গনের যুগপৎ ক্রিয়ায় উপন্যাসটি নারীদৃষ্টিকোণে, নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। খুব সহজভাবে বর্ণনাত্মক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাস্তবিক এ উপন্যাসটি।

রোকেয়া বেগম বাস্তবিকই ছিলেন যথাযোগ্য administrator, স্বয়ং অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণে মুসলিম নারী শিক্ষালয় এর দায়িত্বভার, দায়ভাগ বহন করেছিলেন এবং পরিকাঠামোকে সুশৃঙ্খল রূপে গড়েও তুলেছিলেন। নিত্যদিন হাজারও ঝামেলার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমাধান করতেন কর্তৃপক্ষরূপে। এছাড়াও যোগ্য লেখিকা, যোগ্য শিক্ষয়িত্রী- টাইপরাইটার এর কর্মব্যস্ত জীবন দিয়ে তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মে ব্রতী থেকে বিশ্বের কাছে অগ্রগণ্য নারীরূপেও পরিচিতা ছিলেন। রোকেয়া বুঝেছিলেন, কোন নারী যদি কোন সংস্থার কর্তৃপক্ষ পদে আসীন থাকেন, তবে নেতৃত্বদান, শিক্ষাদান নারীর অন্তরকে বিকশিত করে যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্নারূপে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন সে। সে তাই তিনি পদ্মরাগ/ সিদ্দিকা/ জয়নাবকে জীবনাদর্শ ও বাস্তবচেতনায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির মধ্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে পরিবার, বিবাহিতা নারীর স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপমৃত্যু দাম্পত্য সংঘর্ষ-সম্পর্ক, যৌন হেনস্তা-নির্যাতন, যৌন ইচ্ছা-অনিচ্ছা কেন্দ্রিক নারী মনস্তত্ত্ব মানসিকতার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। অপমান ও অবমাননা থেকেই উঠে এসেছে অত্যাচার, নিপীড়ন ও আত্মহননের প্রবৃত্তি। নারী চেতনায় জাগ্রত হয়েছে সমাজ ও তাঁর মূল্যহীন অবস্থান, অহেতুক আশঙ্কা ও সমাজ সম্পর্কে নেতিমূলক মনস্তাত্ত্বিকতা। 'তারিণী ভবন' এ প্রত্যেক নারীর জীবনচর্চা বোধ তাই ভিন্ন হলেও একগ্রন্থিতে আবদ্ধ। এ যেন নারী জীবনের দুঃসময়ের অতীতচারিতার নামান্তর। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের তারিণীভবন তাই ক্ষুদ্র হলেও সমাজব্যবস্থায় নির্যাতিতা নারীর অন্দরমহলেও বটে। সিদ্দিকা তাই বুঝতে পেরেছে তারিণিভবনের অন্যান্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্যরা প্রত্যেকেই অন্তর দিয়ে , দায়িত্ব সহকারে এই ভবনটির উন্নতিতে আগ্রহী।

তারিণীভবনের অন্যতমা ছিলেন সৌদামিনী। তেতাল্লিশ বৎসরের মধ্যবয়স্কা, অতীত যৌবনা সুন্দরী। তার নামটির মতই জ্যোতিষ্কস্বরূপা ছিলেন। সৌদামিনীর উজ্জ্বল, বিদ্যুৎপ্রভা হৃদয়ের সঙ্গে স্বয়ং সিদ্দিকা নিজের হৃদয়কে অলক্ষ্যই বিনিময় করতে চেয়েছিলেন। কারণ, অবদমিত আগুনের তেজে তিনি সৌদামিনীর দৃঢ়চিত্ততাকে যথার্থ অনুভব করেছিলেন। আকাশের ঘনকৃষ্ণ মেঘের মধ্যে জ্বলন্ত দামিনীর মতই তার বিদ্রোহী স্বভাব। হেলেন হোরেস ও তারিণীভবনের অপর সক্রিয়কর্মী ছিলেন, যার সাথে বিবাহ হয়েছিল একজন অপরাধী ব্যক্তির। সাকিনার বিবাহটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কারণ বিবাহের দিনই শুভদৃষ্টির মুহূর্তে তার স্বামীর শিক্ষিকা বলেছিলেন যে সাকিনা নাকি সুন্দরী নয়। ফলে স্বামী তাকে ত্যাগ করেছিল। ঊষা তার শ্বশুরালয়ে পুনরায় মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়নি। কারণ দস্যুদের কাছ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার চরিত্র নাকি! এই ধারণাই সবাই করেছিল—পরিবার, পরিজন, সমাজ। আর ঊষার ভাষায় স্বামীটি ছিল কাপুরুষ। যে তাকে স্বয়ং পতিতালয়ে বিক্রয় করে দিতে চেয়েছিল এক ভৃত্য মারফৎ, যার শেষ পর্যন্ত আশ্রয় হয়েছিল তারিণী ভবন-এ রান্নার কর্মীরূপে। বাস্তবিক আবেগকে দমন করে, দৃঢ় মনস্কতার শিক্ষাকে হাতিয়ার করে, নিজের জীবনকে মর্যাদায় গড়ে তুলেছিল ঊষা তারিণী সেন এর মহানুভবতায়। উপন্যাসের শাখাকাহিনির মতো প্রত্যেক নারীর জীবন ইতিবৃত্তের দুর্বিষহ ধারাপাতগুলি যেন এক একটি ব্যঞ্জনালব্ধ- আবেগমথিত ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। আর এই কারণেই বোধহয় উপন্যাসের নায়িকা প্রশ্ন করেছিলেন যে সমাজব্যবস্থায় চলিষ্ণু ক্ষত-সারানোর কি কোন ঔষধই নেই।

আজও কেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতালস্বামীর আশ্রয়েই নারীকে থাকতে হয় হাজারও অত্যাচার সহ্য করে! কিংবা যে ঘরে নারী বিবাহের পূর্বে শিশু-কৈশোর-বাল্যজীবন অতিবাহিত করেছে, বিবাহোত্তর পর্বেই সেই ঘরটি সবচেয়ে অপরিচিত হয়ে যায়। ভ্রাতৃবধূর দয়া-দাক্ষিণ্যতায় আর ভ্রাতার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যই কেন নারীজীবন আন্দোলিত হবে। পরিপূর্ণরূপে জেহাদ ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন রোকেয়া বেগম স্বয়ং। চেতনা – মনস্তত্ত্বে ছিল শিক্ষিত- উদারনৈতিক দৃঢ়চিন্তা, শিক্ষা ছিল অন্তরে-গহন একাত্মবোধের সাথে শিক্ষাকে সংযুক্ত করে নারীমুক্তির যথার্থ চিন্তা করেছিলেন ঔপন্যাসিক। তাইতো উপন্যাসের প্রত্যেকটি স্তরে- ঘটনা পরম্পরায়- চরিত্র

ব্যাখ্যানে আধুনিক সংস্কারহীন, দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় রেখেছেন লেখিকা। সোচ্চার দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন কতৃত্বের আধিপত্যতা; তবে অত্যন্ত রুচিশীল ভাবে। আর তাই তারিণীভবন যেন নারীর মানসিক শারীরিক ক্ষত নিরাময়ের যোগ্য প্রশান্ত স্থল হয়ে উঠেছে। তখন পুরুষতান্ত্রিক পরিবারও স্বেচ্ছায় চালিত হয়েছে নারীর অঙ্গুলি হেলনে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়েছে নস্যাৎ।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে রোকেয়া বেগমের জীবনদর্শন যথেষ্ট মূল্যবান। কারণ, নারী জীবনের বিপর্যয় ও অবমাননা ক্ষেত্রগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আজীবন। প্রতিবাদ প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য মুসলিম সমাজের তথাকথিত শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে তাকে প্রতিনিয়তই জীবনযুদ্ধ করতে হয়েছে। সমাজ-সংসার-পরিবার-প্রত্যেকেই সমহারে পাশে নিয়ে প্রত্যেকবারই যে এই যুদ্ধে সফল হয়েছেন তিনি— সেকথা বলা যায়না। 'অবরোধ বাসিনী' তার প্রমাণ। কিন্তু "বাইশ বছরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যাবতীয় তাৎক্ষণিক প্রভাব এড়িয়ে বেগম রোকেয়া তাঁর পদ্মরাগ উপন্যাসকে পরিশীলিত করেছিলেন, ফলে এই উপন্যাস হয়ে উঠেছিল তাঁর মানসিক স্থিতির এক মনোরম অবস্থান"। [অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কুড়ি একুশ শতকের নারী ও উপন্যাসিক, রোকেয়া বেগম, আশাদীপ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০১৪]

তাইতো, 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটিতে প্রতিনিয়তই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সন্ধান করে গেছেন প্রত্যেক নারীসত্তা; বলা বাহুল্য, এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সেদিন যেমন প্রত্যেক নারীই প্রতিবাদে-প্রতিরোধ, যন্ত্রণায়, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে রূপ দিতে চেয়েছিল, আজ একবিংশ শতকেও সেই নারীত্বের অধিকার সন্ধান চলছে পদ্মরাগে তাই রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন আজও তসলিমা নাসরিন, ইউসুফ মালালা জাইদির কলমে সত্য হয়ে রয়েছে।

ঋণস্বীকার:

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক, আশাদীপ, জানুয়ারী, ২০১৪, ISBN- 978-93-81245-3

২. islamicpamphlets.com

৩. sharoislam@gmail.com

৪. রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯

৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য